



লেকচার ১৬ : রাষ্ট্রগঠন ও  
সংবিধান প্রণয়নে তবীজি (সঃ)।

কোর্স: সিরাহ

[www.aslafacademy.com](http://www.aslafacademy.com)

প্রশিক্ষক: আহমাদুল্লাহ আল - জামি

# লেখচার ১৬ : রাষ্ট্রগঠন ও সংবিধান প্রণয়নে নবীজ (সঃ)

## রাষ্ট্রনায়ক নবীজ (সঃ) ও বিখ্যাত মদিনা সনদ -

নবীজ **হিবরতের** পরপরই মদিনাকে একটি **কার্যকরী রাষ্ট্রে** পরিণত করেছিলেন। **মুসলিমদের** আধিপত্যের কারণে ইহুদিরা গোপনে গোপনে ষড়যন্ত্র করলেও প্রকাশ্যে কিছুই বলছিল না। কিন্তু নবীজ তাদের থেকে যে কোন সময় ক্ষতির আশঙ্কা করেছিলেন। **তাই তিনি তাদের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজন অনুভব করেন।** সে হিসেবে তাদের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদিতও হয়। **এ চুক্তিতে তাদেরকে জান-মালের সাধারণ নিরাপত্তা এবং ধর্ম-কর্মের স্বাধীনতার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।** **এই চুক্তি ৪৭টি ধারায় বিন্যস্ত ছিলো;** এটি আধুনিক-রাষ্ট্রের ইতিহাসে সর্বপ্রথম ও পূর্ণাঙ্গ সংবিধানরূপে বিবেচিত। আমরা তার উল্লেখযোগ্য কিছু ধারা নিয়ে আলোচনা করবো—

১. **বনু আউফের ইহুদিরা** মুসলিমদের সঙ্গে মিলেমিশে একই জনগোষ্ঠীর মতো থাকবে, কিন্তু **উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে।** এটা তাদের নিজেদের অধিকার হিসেবে যেমন গণ্য হবে, **ঠিক তেমনিভাবে তাদের সঙ্গে যারা সম্পর্কিত, তাদের এবং তাদের দাসদাসীদের বেলায়ও গণ্য হবে।** **বনু আউফ** ছাড়া অন্যান্য ইহুদিদের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য হবে।
২. **মুসলিম এবং ইহুদি—উভয় সম্প্রদায়ের লোকই নিজ নিজ আয়-উপার্জনের জিম্মাদার থাকবে।**
৩. **এ চুক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো পক্ষের সঙ্গে অন্য কোনো শক্তি যুদ্ধে লিপ্ত হলে চুক্তিভুক্ত পক্ষগুলো সম্মিলিতভাবে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।**
৪. **এ চুক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয়ের লোকেরা নিজেদের মধ্যে সহানুভূতি, সদিচ্ছা ও পারস্পরিক উপকারের ভিত্তিতে কাজ করে যাবে, অন্যায়ে-অনাচার কিংবা পাপাচারের ভিত্তিতে নয়।**

৫. মিত্রপক্ষের অন্যায়-অনাচারের জন্য সংশ্লিষ্ট অন্য পক্ষকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না।
  ৬. কেউ কারো উপর জুলুম করলে মজলুমকে সাহায্য করতে হবে।
  ৭. চুক্তিবদ্ধ কোনো পক্ষ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে যত দিন যুদ্ধ চলতে থাকবে, ততদিন ইহুদিদেরকেও মুসলিমদের সঙ্গে যুদ্ধের খরচ বহন করতে হবে।
  ৮. এ চুক্তিভুক্ত সকলের জন্যই মদিনায় কোনো প্রকার হাঙ্গামা সৃষ্টি করা কিংবা রক্তপাত ঘটানো হারাম হবে।
  ৯. চুক্তিভুক্ত পক্ষগুলো কোনো নতুন সমস্যা কিংবা ঝগড়া-বিবাদে জড়িয়ে পড়ার উপক্রম হলে এর মীমাংসা করবেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
  ১০. কুরাইশ ও তাদের সহায়তাকারীদের আশ্রয় দেওয়া চলবে না।
  ১১. মদিনার উপর কেউ হামলা চালালে সম্মিলিতভাবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং নিজ নিজ অঞ্চলে থেকে তা প্রতিহত করতে হবে।
  ১২. কোনো অন্যায়কারী কিংবা পাপীর জন্য এ চুক্তি সহায়ক হবে না।
- এ চুক্তি সম্পাদনের ফলে মদিনা এবং তৎসংলগ্ন পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর নেপথ্যে ছিলেন মহান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
- বর্তমানে যারা ইসলামকে সাম্প্রদায়িক ধর্ম বলেন, তাদের উচিত মদিনা সনদের ধারাগুলো সম্পর্কে জানা। পাশাপাশি তার কার্যকারিতা কতটুকু ছিল, তাও অনুধাবন করা। নবীজি চাইলেই শুরুতেই ইহুদিদের বিতাড়িত করতে পারতেন; পৃথিবীর সব বিজেতা যা করে থাকে। কিন্তু তিনি তাদের সাথে শান্তির সাথে সহাবস্থানের সুযোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাড়া ষড়যন্ত্র ও চূড়ান্ত বিদ্রোহ করলেই তিনি তাদেরকে শান্তি দিয়েছিলেন।<sup>1</sup>

<sup>1</sup> হাযাল হাবিবু মুহাম্মদ সা. পৃ: ১৭৭-১৭৮

## ইসলামে জিহাদের নির্দেশ -

কী ভয়ঙ্কর আর মানবেতর জীবনের মুখোমুখি হয়ে নবীজি ও সাহাবাদের জন্য হিজরত অনিবার্য হয়ে উঠেছিলো, অত্যাচার ও নির্যাতনের মক্কি জীবন তার সাক্ষী। মক্কা থেকে মুসলিমদের বিতাড়িত করেই যে মক্কার কাফেররা স্থির হয়েছিলো, তা নয়; তারা বরং তাদের নতুন বাসস্থান মদিনাকেও নরক বানানোর হীন ষড়যন্ত্রে দিন-রাত নিজেদের ব্যস্ত করে তুলেছিলো। তাই কুরাইশরা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই নামে মুনাফিক সরদারকে চিঠি লিখে :‘তোমরা কিছু বিপথগামী লোককে ইয়াসরিবে (মদিনায়) জায়গা দিয়েছো। হয় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরকে তোমাদের দেশ ছাড়া করো, নইলে আমরা তোমাদের ধ্বংস নিয়ে আসছি; তোমাদের মহিলাদের মানহানি করেই আমরা ফিরবো।’

কুরাইশদের এই চিঠি তার কাছে পৌঁছলে সে বিদ্রোহ করতে চাইলো। বিদ্রোহ করার আগেই নবীজির কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে নবীজি এ ব্যাপারে তাদের সাবধান করে বলেন, ‘এই ধোঁকায় পড়ে তোমরা নিজেদের যে পরিমাণ ক্ষতির মুখে ঠেলছো, কুরাইশরা তোমাদের সে পরিমাণ ক্ষতি করতে পারবে না।’

নবীজির প্রাথমিক হুমকিতে তারা বিরত থাকলেও মদিনায় নবীজি অনিরাপদ হয়ে পড়লেন। ফলে তিনি হয় রাত জেগে কাটাতেন বা সাহাবাদের প্রহরাধীনে থাকতেন। এসব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা মুসলিমদেরকে যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করেন, কিন্তু তখন পর্যন্ত মুসলিমদের উপর যুদ্ধ ফরজ হয়নি।<sup>2</sup>

বিভিন্ন ধাপে জিহাদ ফরজ হয়। এবং নানা শর্তের ভিত্তিতেই ইসলামে জিহাদের অনুমতি দেয়া হয়েছে। যারা ইসলামকে সন্ত্রাসবাদী ধর্ম বলেন, তাদের উচিত জিহাদ ফরজের ইতিহাস পড়ে নেয়া। ইসলামের দেড় হাজার বছরের ইতিহাসে দেখা যাবে, ইসলাম কখনোই জিহাদের নামে কারো উপর জুলুম করেনি। বরং ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করাই ছিল ইসলামে জিহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

<sup>2</sup> সূরা হুজ্জ, আয়াত: ৩৯

## নবীজি (সঃ) গাজওয়া ও সারিয়াসমূহ -

মদিনায় আসার পরপরই জিহাদের বিধান আসা এবং ইসলামের শক্তি অর্জিত হলেও নবীজি কেবল প্রয়োজনেই অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছেন। প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষামূলক এই সশস্ত্র কর্মপন্থা মাদানি জীবনের প্রায় পুরো সময় জুড়েই বিস্তৃত ছিলো। কিন্তু সেসবের সবগুলোতেই অস্ত্রের ব্যবহার ছিল না। নবীজির এই বিচিত্র যুদ্ধজীবন দুই ভাগে বিভক্ত ছিল –

১. গাজওয়া (নবীজি স্বয়ং যেসব যুদ্ধে অংশ নিতেন, সেগুলোকে গাজওয়া বলে)

২. সারিয়া (নবীজি স্বয়ং যেসব যুদ্ধে অংশ নিতেন না, সেগুলোকে সারিয়া বলে)।

সংখ্যায় সেসব বেশি শোনা গেলেও বাস্তবতা ভিন্ন। ঐতিহাসিকরা সামান্য ঘটনাকেও গাজওয়া এবং সারিয়া বলে দিয়েছেন। যেমন, এক দু'জন লোক কোনো অপরাধীকে ধরার জন্য প্রেরিত হলে ঐতিহাসিকগণ এটাকেও সারিয়া বলেছেন। আবার, কয়েকজন লোক সাধারণ কোনো গোত্রের সংশোধন কিংবা তাদের অবস্থার সংবাদ নেওয়ার জন্য গেলে সেটাকেও সারিয়া বলা হয়েছে। এসব কারণেই নবীজির যুগে এর সংখ্যা ২৩টি গাজওয়া ও ৪৩টি সারিয়ায় গিয়ে পৌঁছে। অন্যথায় পরিভাষা অনুযায়ী প্রকৃত জিহাদ বা গাজওয়া হয়েছে কয়েকটি মাত্র। এরপরও আমরা এক নজরে সবগুলো সারিয়া ও গাজওয়ার ব্যাপারেই জানব ইনশাআল্লাহ।

## ১ম হিজরি -

### সারিয়াঃ

১. সারিয়ায়ে হামযা (রা.)।

২. সারিয়ায়ে উবায়দা (রা.)।

## ২য় হিজরি -

### গাজওয়াঃ

১. গাজওয়ায়ে আবওয়া, এটাকে গাজওয়ায়ে ওয়াদানও বলা হয়।
২. গাজওয়ায়ে বাওয়াত।
৩. গাজওয়ায়ে বদরে কুবরা।
৪. গাজওয়ায়ে বনি কায়নুকা।
৫. গাজওয়ায়ে সাভিক।

### সারিয়াঃ

১. সারিয়ায়ে আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা.)।
২. সারিয়ায়ে উমাইর (রা.)।
৩. সারিয়ায়ে সালাম (রা.)।

## ৩য় হিজরি -

### গাজওয়াঃ

১. গাজওয়ায়ে গাতফান।
২. গাজওয়ায়ে উহুদ।
৩. গাজওয়ায়ে হামরাউল আসাদ।

### সারিয়াঃ

১. সারিয়ায়ে মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রা.)।
২. সারিয়ায়ে যায়েদ ইবনে হারেসা (রা.)।

## ৪র্থ হিজরি -

### গাজওয়াঃ

১. গাজওয়ায়ে বনু নযির।
২. গাজওয়ায়ে বদরে সুগরা।

### সারিয়াঃ

১. সারিয়ায়ে আবু সালামা (রা.)।
২. সারিয়ায়ে আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস (রা.)।
৩. সারিয়ায়ে মুনযির (রা.)।
৪. সারিয়ায়ে মারসাদ(রা.)।

## ৫ম হিজরি -

### গাজওয়াঃ

১. গাজওয়ায়ে যাতুর রিকা।
২. গাজওয়ায়ে দাওমাতুল জানদাল।
৩. গাজওয়ায়ে মুরাইসি,যেটাকে গাজওয়ায়ে বনি মুস্তালিকও বলা হয়।
৪. গাজওয়ায়ে খন্দক।

## ৬ষ্ঠ হিজরি -

### গাজওয়াঃ

১. গাজওয়ায়ে বনি লাহইয়ান।
২. গাজওয়ায়ে গাবাহ,যেটাকে গাজওয়ায়ে যি কারাদও বলা হয়।
৩. গাজওয়ায়ে হুদায়বিয়া।

#### সারিয়াঃ

১. সারিয়ায়ে মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রা.)।
২. সারিয়ায়ে আক্কাশা (রা.)।
৩. সারিয়ায়ে মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রা.)।
৪. সারিয়ায়ে যায়েদ ইবনে হারেসা (বনি সালামে অভিমুখে) (রা.)।
৫. সারিয়ায়ে আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.)।
৬. সারিয়ায়ে আলি (রা.)।
৭. সারিয়ায়ে যায়েদ ইবনে হারেসা (উম্মে কারফা অভিমুখে) (রা.)।
৮. সারিয়ায়ে আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক (রা.)।
৯. সারিয়ায়ে আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.)।
১০. সারিয়ায়ে কুরয ইবনে জাবের (রা.)।
১১. সারিয়ায়ে আমর আয যমরি (রা.)।

## ৭ম হিজরি -

#### গাজওয়াঃ

১. গাজওয়ায়ে খায়বার।

#### সারিয়াঃ

১. সারিয়ায়ে আবু বকর (রা.)।
২. সারিয়ায়ে বিশর ইবনে সাদ (রা.)।



৩. সারিয়ায়ে গালেব ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.)।
৪. সারিয়ায়ে বশির (রা.)।
৫. সারিয়ায়ে আহ্যাম (রা.)।

## ৮ম হিজরি -

### গাজওয়াঃ

১. গাজওয়ায়ে মুতা।
২. গাজওয়ায়ে ফাতহে মক্কা।
৩. গাজওয়ায়ে হুনাইন।
৪. গাজওয়ায়ে তায়েফ।

### সারিয়াঃ

১. সারিয়ায়ে গালেব (রা.) (বনি মুলাব্বিহ অভিমুখে)।
২. সারিয়ায়ে গালেব (রা.) (ফাদাক অভিমুখে)।
৩. সারিয়ায়ে শুজা (রা.)।
৪. সারিয়ায়ে কাব (রা.)।
৫. সারিয়ায়ে আমর ইবনুল আস (রা.)।
৬. সারিয়ায়ে আবু উবায়দা (রা.)।
৭. সারিয়ায়ে আবু কাতাদা (রা.)।
৮. সারিয়ায়ে খালেদ (রা.)।
৯. সারিয়ায়ে তোফায়েল ইবনে আমর দাওসি (রা.)।
১০. সারিয়ায়ে কাতবা (রা.)।

## ৯ম হিজরি -

গাজওয়াঃ

### ১. গাজওয়ায়ে তাবুক।

সারিয়াঃ

১. সারিয়ায়ে আলকামা (রা.)।
২. সারিয়ায়ে আলি (রা.)।
৩. সারিয়ায়ে আক্কাশা (রা.)।

## ১০ম হিজরি -

সারিয়াঃ

১. সারিয়ায়ে খালিদ ইবনে ওলিদ (রা.)।
২. সারিয়ায়ে আলি (রা.)।

## ১১তম হিজরি -

সারিয়াঃ

সারিয়ায়ে উসামা ইবনে যায়েদ (রা.)।<sup>৩</sup>

---

<sup>৩</sup> কিতাবুল মাগাজি, সহিহুল বুখারি খণ্ড ২

## শিক্ষণীয় বিষয় -

১. আজকের দরসে আমরা দেখেছি, ভিন্ন ধর্মের মানুষের প্রতি ইসলামের সহানুভূতিশীল আচরণ কেমন ছিল। শুধু মদিনা সনদ নিয়েই আলাদা একটা কোর্স হওয়া দরকার। এই সনদের একেকটি ধারার মর্মকথা কত গভীরের, এটা বোঝার জন্য আল্লাহর কাছে আমাদের দুআ করা জরুরি। চিন্তা করুন, একটা জাতি দীর্ঘ ১৩ টি বছর সীমাহীন কষ্ট সহ্য করার পর যখন তারা একটি নতুন রাষ্ট্রের দেখা পেল, পূর্ণ ক্ষমতা ও স্বাধীনতা পেল; তখনও তাদের আচরণে কী ভারসাম্য! কী নমনীয়তা! ইসলামের সৌন্দর্য তো এখানেই। পৃথিবীর অন্য কোন গোষ্ঠীর ইতিহাস পড়ে দেখুন, তারা যখন নির্যাতিত হওয়ার পর ক্ষমতা ও স্বাধীনতা পেয়েছে, তখন কী করেছিল?

২. নবীজির জীবনে গাজওয়ার চেয়ে সারিয়া বেশি কেন? এর সোজাসুজি উত্তর হলো, নবীজি কখনোই যুদ্ধের কামনা করতেন না। ফলত অনেক সারিয়াই ছিল প্রাথমিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও মীমাংসার পথ খোঁজার নিমিত্তে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়তো আমরা শেষদিকে একটা দরসে করতে পারবো। আল্লাহ তাওফিক দান করুন আমিন।